বিশ্রাম ও পরিবার

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: আদি ৩৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯; যিশাইয় ৪৩:১; আদি ৩৯:১-৬, ২১-৪০:২২।

মুখস্থপদ: "অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এই সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও; কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্ধিষ্ণু হও। এখন ও অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার গৌরব হউক। আমেন" (২ পিতর ৩:১৭, ১৮)।

একজন যুবক দেশের গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। শেষে, তিনি তার বড় ভাইদের খুঁজে পান। এই যুবক ভাই তাদের বহু দিন যাবৎ খুঁজছিলেন। শেষে তিনি তার ভাইদের খুঁজে পেয়ে খুশি হন! যুব ভাই তাদের কাছাকাছি ছুটে যান। তিনি হাত নাড়তে থাকেন এবং তাদের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন। ভাইয়ের ছোট ভাইকে দেখতে পান। তাকে দেখে তাদের চোখ ঘৃণায় ভরতে থাকে। এই গল্পের ইতিবৃত্ত আমরা কেবল রূবেণের কল্যাণে জানতে পেরেছি। রূবেণ তার ভাইদের বলেন যেন তারা যোষেফকে হত্যা না করে। ভাইয়েরা কেবল তাদের ভাই যোষেফকে সামান্য মারধর করে। পরে তারা তাকে একটি শুকনো কুয়োয় ছুড়ে ফেলে। পরে, তাদের ভাই যিহূদা একটি ফন্দি আঁটে যাতে তিনি তার ভাইকে অন্য ভাইদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তারা তাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারে! সুতরাং, ভাইয়েরা যোষেফকে কৃতদাস ক্রয়-বিক্রয়কারী বণিকদের কাছে বিক্রি করেন।

এই পরিবার নিঃসন্দেহে হতাশ হয়ে পড়ে! জীবনে আমাদের অনেক কিছু মনোনয়ন করতে হয়। কিন্তু আমাদের পারিবারিক যোগসূত্র অনেক সময় বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। এই মন্দ সম্পর্ক আমাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, আমরা ভেঙ্গে পড়ি, এবং আমাদের বিশ্রামের দরকার হয়। কিভাবে আমরা আমাদের পরিবারে বিশ্রাম ও শান্তি খুঁজে পেতে পারি? চলতি সপ্তাহে আমরা যোষেফ ও তার

পরিবারের ঘটনাবলী দেখব। আমরা দেখব যে, সবশেষে ঈশ্বর কিভাবে এই পরিবারকে শান্ত করেন এবং তাদের জন্য বিশ্রাম ও শান্তি বয়ে আনেন।

রবিবার **আগস্ট ১**

গৃহে অশান্তি (আদি ৩৪)

আদি ৩৪ অধ্যায়ে দীণার বিষয়ে পড়ুন। যোষেফ যখন একজন কিশোর মাত্র তখন তার জীবনের গল্প শুরু হয়। আপনার কি মনে হয়, এই ঘটনায় যোষেফের পরিবারে কি উপলব্ধি হয়েছিল? আপনার কি মনে হয়, কিশোর যোষেফের মনে কি উপলব্ধি এনেছিল?

.....

.....

লেয়া ও রাহেল দুই বোন। তারা দু'জন একই পুরুষ, যাকোবকে, বিয়ে করেছিলেন। তারা যাকোবকে পেতে পরস্পর কলহ করেছেন। পরে, আমরা দেখি, এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের আত্মা যাকোবের বড় দশ ছেলেকেও আচ্ছন্ন করে। যখন ভাইয়েরা যুবক, তখন তারা শিখিমের নগরের সকল পুরুষকে হত্যা করে। পরিবারের বড় ছেলে রূবেণ পরে রাহেলের দাসী, যাকোবের একজন উপপত্নি, বিল্‌হার সঙ্গে শয়ন করেন। বিল্‌হা ছিলেন যাকোবের কয়েকজন পুত্রের মাতা (গণনা ৩৫:২২)। পরে, যিহূদা, যাকোবের আরেক পুত্র, তার একজন পুত্রবধু, তামরের, সঙ্গে শয়ন করেন। যিহূদার এমন আচরণকালে তামর কৌশল গ্রহণ করেন। যিহূদা ভেবেছিলেন যে, এই নারী একজন বেশ্যা। তাদের যমজ পুত্র হয় (আদি ৩৮)।

যাকোব তার বংশে সমস্যা জটিলতর করে তোলেন। যোষেফকে একটি দামী পোশাক কিনে দিয়ে তিনি ভালবাসা দেখান (আদি ৩৭:৩)। এই উপহার অন্য ভাইদেরকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। তখন তারা যোষেফকে অবজ্ঞা করতে থাকে। নিঃসন্দেহে, এই পরিবারের অনেক সমস্যা ছিল!

ইব্রীয় ১১:১৭-২২ পদে বিশ্বাসী-বীরদের তালিকার একাংশ পড়ুন। আপনি কি দেখছেন যে, অব্রাহাম ইস্‌হাক ও যাকোব তালিকার মধ্যে রয়েছেন? তাদের পরিবারের সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। এই লোক নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি

করেছিলেন? তাহলে, পৌল কেন ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে বর্ণীত বিশ্বাসী-বীরদের তালিকায় এই লোকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন?

.....

.....

ঈশ্বর যে-সব লোকদের তাঁর সেবায় মনোনয়ন করেছিলেন, তারাও জীবনে অনেক ভুল করেছে। পৌল অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের নাম এ-কারণে উল্লেখ করছেন না যে, তারা নিষ্কলঙ্ক। অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোব কঠিন উপায়ে বিশ্বাস, প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা/আস্থা শিক্ষা করেছিলেন। তারা চলার পথে অনেক ভুল করেছেন। সুতরাং, ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ের তালিকা আমাদের আশা দেয়। তালিকা আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ব্যর্থ করেন না। তিনি তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা থেকে সরে যান না।

আপনার পরিবারে কি সমস্যা রয়েছে? নিঃসন্দেহে, আমরা অতীত বদলাতে পারি না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুর হাতে সমর্পণ করে এবং তাঁর পথে চলার মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের পরিবারকে ভবিষ্যতের জন্য উন্নত করতে পারি?

.....

.....

সোমবার **আগস্ট ২**

একটি নতুন চলার-পথ মনোনয়ন করতে পারি (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯)

"ইতোমধ্যে যোষেফ তার বন্দিকারীদের সহিত মিসরের পথে চললেন। দূরের পর্বতরাজি দেখে ছেলেটি চিনতে পরল যে ঐখানেই তার পিতার তাঁবু রয়েছে। একাকীত্ব ও প্রেমে সে তার প্রিয় পিতার কথা স্মরণ করে প্রচুর ক্রন্দন করল। দোথনে তার কাকুতি-মিনতির উত্তরে যে তীব্র ও অপমানজনক কথা শুনেছিল তা তার কানে বাজতে লাগল। কম্পিত হৃদয়ে সে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করল। বন্ধু-বান্ধবহীন একা সেই অচেনা দেশে তার ভাগ্য কি হবে? কিছু কালের জন্য যোষেফ অপরিসীম দুঃখ ও ভয়ে অভিভূত হয়ে থাকল...।

"তখন তার চিন্তা তার পিতার ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হল। বাড়ী হতে নির্বাসনে পালিয়ে যাওয়ার সময় যাকোব যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের কাহিনী সে প্রায়ই শুনত। যাকোবের নিকট ঈশ্বর যে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং কি ভাবে প্রয়োজনের মুহূর্তে দূতগণ উপদেশ ও আশ্বাস দিতেন ও বিপদে রক্ষা করতেন, এই সমস্তই তাকে বলা হয়েছিল। মুক্তিদাতার পরিকল্পনার মধ্যে ঈশ্বরের যে প্রেমের প্রকাশ পায় তা তাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। এখন এই সমস্ত মূল্যবান শিক্ষাই হুবহু তার সম্মুখে উপস্থিত হল। যোষেফ বিশ্বাস করতেন যে তার পিতার ঈশ্বর তারও ঈশ্বর হবেন। সেই মুহূর্তেই সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের নিকট সঁপে দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন যেন ইস্রায়েলের রক্ষক এই নির্বাসনে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। –ঈলেন জি হোয়াইট, *পিতৃকুলপতিগণ ও ভাববাদীগণ*, পৃষ্ঠা: ১৪৫।

সংকলিত এই অংশে আমরা দেখি, একজন দাস হিসেবে মিসরে যাবার মুহূর্ত থেকে যাকোব ঈশ্বর উপরে বিশ্রাম খুঁজতে শুরু করেন। অতীত ঘটনাকে তিনি শান্তির ঘটনায় প্রবর্তিত করতে শুরু করেন। তিনি এটা করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে অনুসরণ করার একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত যোষেফকে শক্তি দেয়। অতএব, সে-কারণে আমরাও বিশ্রাম খুঁজতে পারি।

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯; যিহোশূয় ২৪:১৫; ১ বংশাবলি ১৬:১১; গীত ১৪:২; হিতোপদেশ ৮:১০; যিশাইয় ৫৫:৬ পদ পড়ুন। নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করার ব্যাপারে এই পদগুলো আমাদের কি শিক্ষা দেয়? আমাদের প্রত্যেককে কেন তাঁকে অনুসরণ করার একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

.....

.....

আপনি কি বিশ্রাম ও শান্তি চান? তাহলে, যোষেফের মত আপনাকেও ঈশ্বরকে অনুসরণের একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হতেপারে, আপনার পিতামাতার কিংবা আপনার পিতৃপুরুষদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিশ্বাস এমন বিষয় নয় যা আমরা পিতৃপুরুষদের নিকট হতে নীল চোখ কিংবা কালো চুলের মত পেয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের কেবল সন্তান-সন্ততি আছে, নাতি-নাতনি নেই।

আত্ম-মূল্যায়ন (যিশাইয় ৪৩:১)

যোষেফকে যখন মিসরে আনা হয়, তিনি আবার বিক্রি হন। আদি ৩৯:১ পদ আমাদের বলে যে, বণিকেরা যোষেফকে এনে আবার বিক্রি করেন: "যোষেফ মিসর দেশে আনীত হইলে পর, যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে ফরৌণের কর্মচারী পোটীফর তাঁহাকে ক্রয় করিলেন; ইনি রক্ষক-সেনাপতি, এক জন মিসরীয় লোক" (আদি ৩৯:১)। যোষেফ এখন নতুন দেশে একজন অচেনা দাস।

নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ একটি পরিবারে বেড়ে ওঠাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পরিবার আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে যে, আমাদের জীবন গুরুত্বপূর্ণ ও মহা-মূল্যবান। যোষেফ এটা বুঝে বড় হচ্ছিলেন যে, তিনি অসাধারণ। তিনি ছিলেন যাকোবের প্রিয় স্ত্রীর বড় ছেলে (আদি ২৯:১৮)। যোষেফ ছিলেন পিতামাতার অতি আদরের সন্তান। তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান যাকে যাকোব একটি রঙ্গীন জামা কিনে দিয়েছিলেন (আদি ৩৭:৩, ৪)।

কিন্তু যোষেফ এখন কি হলেন? তিনি একজন কৃতদাস। তার মালিক চাইলেই তাকে বেঁচে দিতে পারেন। দেখুন, কতটা আকস্মিকভাবে তার জীবন উল্টে গেল। তার জীবন বদলে গিয়েছে, ঠিক?

যোষেফ যে শিক্ষা পেলেন, তা আমাদের সবার পাওয়া উচিত। আমার জীবনের দাম যদি অন্য কেউ নির্ধারণ করে, তখন আমাদের জীবনে কঠিন সময় উদয় হয়। তখন আমরা হতাশ হব, কারণ কেউ আমাদের মূল্যায়ন করবে না কিংবা পাত্তা দেবে না। সুতরাং, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের ব্যাপারে ঈশ্বরের ধারণা/চিন্তাই আমাদের দাম বাড়ায়।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে কিভাবে দেখেন? উত্তরের জন্য যিশাইয় ৪৩:১; মালাখি ৩:১৭; যোহন ১:২; ১৫:১৫; রোমীয় ৮:১৪; এবং ১ যোহন ৩:১, ২ পদ পড়ুন।

.....

.....

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে প্রেম ও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। ঈশ্বর আমাদের মধ্যকার লুকায়িত সৌন্দর্য, প্রতিভা ও দক্ষতা দেখেন যা আমরা আঁচ

করতেও পারি না! ঈশ্বর আমাদের জন্য মরেছেন যেন আমরা তাঁর ইচ্ছা মাফিক একজন মানুষ হবার জন্য সুযোগ পাই। যখন আমরা ক্রুশের দিকে দৃষ্টি দেই, তখন আমরা বাইবেলের এই সত্য দেখতে পাই। হ্যাঁ, ক্রুশ আমাদের দেখায় যে, আমরা পাপী। ক্রুশ আমাদের আরও দেখায় যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর কত দাম দিয়েছেন! একই সঙ্গে, ক্রুশ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে আমাদের মূল্য দেখায়। ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের পরিত্রাণ চান, এমনকি আমরা যদি নিজেদেরকে পরিত্রাণের উপযুক্ত মনে না-ও করি। ঈশ্বর আমাদেরকে, এখন পাপের থাবা থেকে এবং পাপের প্রতিফলরূপ অনন্ত মৃত্যু থেকে, বাঁচাতে চান।

অতএব, এখন আমাদের প্রত্যেককে এ প্রশ্নটি মাথায় রাখতে হবেঃ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে যে প্রেম দেখিয়েছেন, সে প্রেমের উত্তর আপনি কিভাবে দিবেন?

বর্তমানে অনেক লোক বলে থাকেন যে, আমরা যেভাবেই আছি ঠিক সেভাবেই যেন নিজেকে প্রেম করি এবং যেন নিজেদের বিচার না করি। বাস্তবিক এই প্রেম একটি মিথ্যা/মেকি কেন? আমাদের মূল্যমান অবশ্যই কেন আমাদের থেকে নয় কিন্তু যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর তরফ থেকে আসতে হবে?

.....

.....

বুধবার **আগস্ট ৪**

যেকোন মূল্যে ঈশ্বরকে সম্মান করণ (আদি ৩৯:১-৬)

প্রথমে, মিসরে যোষেফের জীবনের গল্প ভালভাবেই শুরু হয়। যোষেফ তার জীবন ঈশ্বরকে দেন। ঈশ্বর যোষেফকে পোটীফরের বাড়িতে ব্যবস্থাপকের কাজে আশীর্বাদ করেন।

কিভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পোটীফরের ঘরে ঈশ্বর যোষেফকে আশীর্বাদ করেছিলেন? যোষেফ যাদের সঙ্গে কাজ করতেন, সেই সব লোকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? তারা কি ভাল ছিল নাকি মন্দ? বর্ণনা করুন। উত্তরের জন্য পড়ুন আদি ৩৯:১-৬।

যোষেফ পোটীফরের সঙ্গে ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন। যোষেফ কর্মস্থলে তার সহকর্মিদের সঙ্গেও ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পথে বাধা এলো। গৃহে একজনের কোন বিশ্রাম ছিল না।

গৃহে যোষেফ কি সমস্যার মুখোমুখি হলেন? সমস্যাটি তিনি কিভাবে মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেন? উত্তরের জন্য আদি ৩৯:৭-১০ পদ পড়ুন।

.....

পোটীফরের স্ত্রীর সঙ্গে যোষেফের ঝামেলা হল। এ-কথাটি হয়ত আমরা আরও বেশি সরাসরি বলতে পারি: পোটীফরের স্ত্রীর সমস্যা ছিল। যোষেফ তার কর্মক্ষেত্রে লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের নীতিমালা সর্বদা অনুসরণ করেছেন। বাইবেলের নীতিমালা কখনও সেকেলে নয়। পাপের পথে পিছলে যাওয়া যেকোন ভুক্তভোগী এ-কথাই বলবে।

যোষেফের বিষয়ে বাইবেলের গল্প আমাদের দেখায় যে, পোটীফরের স্ত্রী যোষেফকে পাপের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেবল একবার করেনি। বরং, পোটীফরের স্ত্রী যোষেফকে বারবার পাপে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করেছে। যোষেফ পোটীফরের স্ত্রীকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কেন তিনি এহেন কাজটি করতে চান না (আদি ৩৯:৮, ৯)। কিন্তু যোষেফের এ চেষ্টা কোন কাজে দেয়নি।

যোষেফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি অন্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তিনি তার চারপাশের লোকদের সঙ্গে এমনভাবে বাস করতে চেয়েছিলেন এবং তাদেরকে এমনভাবে ভালবাসতে চেয়েছিলেন যেন, তার দ্বারা ঈশ্বর গৌরাবান্বিত হন। যোষেফ এমনভাবে জীবন যাপন করতে শিখেছিলেন যে, ঈশ্বর প্রতিটি সেকেণ্ড তার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাকে পাপের প্রতি 'না' বলতে শিখিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার **আগস্ট ৫**

যোষেফের জীবনে ভালো ও মন্দের সংঘর্ষ (আদি ৩৯:২১-৪০:২২)

আদি ৩৯:১১-২০ পদ আমাদের বলে যে, পোটীফরের স্ত্রীর সঙ্গে পাপে না পতিত হবার কারণে যোষেফ যাতনা ভোগেন। যোষেফ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

কারণ, যোষেফ ছিলেন পোটীফরের দাস, পোটীফর চাইলে যেকোন অজুহাতে যোষেফকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। আমরা দেখতে পাই যে, পোটীফর তার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেননি। তাহলে, পোটীফর কেন যোষেফকে কারাগারে পাঠালেন? কারণ, পোটীফরকে কোনো পদক্ষেপ নিতে হত। তাকে অবশ্যই তার নিজ সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে হবে, যদিও তার স্ত্রী মিথ্যাচার করছিল। এমনকি, এসব ঘটনা ঘটার পরও, বাইবেল আমাদের বলছে: "সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন" (যোষেফ ৩৯:২১)।

পৃথিবী গ্রহের জীবন ন্যায়সঙ্গত নয়। লোকেরা সর্বদা তাদের সৎকর্মের পুরষ্কার পায় না। দুষ্টরা সর্বদা তাৎক্ষণিক শাস্তি পায় না। কিন্তু যোষেফের জন্য সুসংবাদ ছিল: তিনি বিশ্রাম খুঁজে পেয়েছিলেন, এমনকি কারাগারেও। ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নিঃসন্দেহে, যোষেফ ভেবে থাকতে পারেন যে, তিনি তার জীবনে কতটা যাতনা ভুগছেন এবং তার জীবনে নিষ্ঠার পুরষ্কার নেই। তিনি ঈশ্বরকে ত্যাগ করতেও পারতেন। কিন্তু তিনি কি তা করলেন?

কারাগারে থেকে যোষেফ কি করলেন? তিনি তার চারপাশের লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন? তিনি তাদের কাছে নিজেকে কেমন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করলেন? উত্তরের জন্য আদি ৩৯:২১-৪০:২২ পদ পড়ুন।

.....

.....

কারাগারে যোষেফ অন্যদের সাহায্য করেন। প্রয়োজনে যোষেফ অন্যদের সাহায্য চেয়েছেন। তিনি মিসরের রাজার পানপাত্র বাহকের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। রাজা পান করার পূর্বে এই পানপাত্র বাহক পানীয়ের স্বাদ নিতেন ও পরীক্ষা করতেন। পানপাত্র বাহক যখন কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। যোফেষ পানপাত্র বাহককে তার স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়েছিলেন। পরে, যোষেফ বলেন যে, তিনি যেন মুক্তির পর তাকে সাহায্য করেন।

আমাদের চারপাশের লোকদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ও নিবিড় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশার পিছনে পৌল কি কারণ দেখান? উত্তরের জন্য ইফিষীয় ৬:১-১৩ পদ পড়ুন।

আমাদের বন্ধুত্ব ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যকার বিশ্বব্যাপী মহাসংঘর্ষ দেখিয়ে দেয়। মানবের পাপের পর এই সংঘর্ষ শুরু হল। এর মানে হল, স্বতঃসিদ্ধ কোন

বন্ধুত্ব কিংবা পরিবার নেই। নিবিড় বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্ককে আঘাত করার জন্য এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা রদ করার জন্য শয়তান তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটি করে থাকে। এ কারণে আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি যে, শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঈশ্বর আমাদের একাকী ত্যাগ করেন না। বাইবেল আমাদের দেখায় যে, কীভাবে ভালো ও মানসম্মত বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায়। ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেবার (যাকোব ১:৫) এবং কঠিন সময়ে আমাদের সঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা করছেন।

শুক্রবার **আগস্ট ৬**

অতিরিক্ত আলোচনা: "পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেকের জন্য যোষেফ হচ্ছেন একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত...। আমাদের প্রয়োজনের সময়ে ঈশ্বর আমাদের সাহায্যকারী হবেন। ঈশ্বরের আত্মা হচ্ছেন আমাদের রক্ষাকারী ঢাল স্বরূপ। আমাদের চারপাশে এমন সব বিষয় থাকতে পারে যা আমাদের পাপের পথে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু আমাদের একজন ঈশ্বর আছেন যিনি আমাদেরকে পাপের প্রতি 'না' বলার শক্তি দিবেন। যোষেফের অন্তঃকরণ ও মনের বিরুদ্ধে শয়তানের আক্রমণ ছিল মারাত্মক। কিন্তু যোষেফ তৎক্ষণাৎ পাপের প্রতি 'না' বলেন। তিনি পাপ না করার সিদ্ধান্তে অটল ও স্থির থাকেন...। যোষেফ তার জীবনের উপর বিশ্বাস রেখেছেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তার সম্মান ছিল। নিঃসন্দেহে, যোষফ দীর্ঘ যাতনা ভোগ করেছেন। কিন্তু এই দুঃখ-যাতনা যোষেফকে ভবিষ্যতের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য পরিপক্ব করে তুলেছে। ঈশ্বর যোষেফের সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখলেন। ঈশ্বর পরবর্তীতে প্রত্যেকের সামনে যোষেফকে নির্দোষ দেখান। যোষেফকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর কারাগারকে তার জীবনের একটি অংশে পরিণত করেন। এই ঘটনা আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর যথাসময়ে আমাদেরকে বিশ্বস্ততার পুরষ্কার দিবেন। যোষেফের একটি ঢাল ছিল যা তার হৃদয়কে আবৃত রেখেছিল। এই ঢাল ছিল ঈশ্বরের প্রতি তার বাধ্যতা। বাধ্যতা যোষেফকে তার কর্তার প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত করেছিল। কর্তার স্ত্রীর সঙ্গে পাপে জড়িয়ে যোষেফ তার কর্তাকে দুঃখ দিতে চাননি। যোষেফ পাপকে ঘৃণা করেছেন, কারণ এ-হেন পাপ কর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে না। পোটীফর হয়ত কখনও জানতে পারেননি যে, আসলে কী ঘটেছিল, কিংবা কী করণে যোষেফ তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। যোষেফ নিজ কর্তাকে ব্যথিত করা থেকে বিরত থাকলেন এবং তার বিরুদ্ধে আসা পাপের অভিযোগ নীরবে বইবার জন্য দূরে অবস্থান করলেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *দি স্পিরিট অব্ প্রফেসি*, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩২।

আলোচ্য প্রশ্নাবলীঃ

১। ভগ্নি অ্যানি সম্প্রতি মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছেন। তার স্বামী খ্রীষ্টিয়ান নন। অ্যানি তার স্বামীকে ভালোবাসেন। কিন্তু তার স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যকার পরিবর্তনগুলো পছন্দ করছেন না। বাইবেল থেকে আপনি অ্যানিকে কি উপদেশ দিতে পারেন যা তাদের বিবাহিত জীবনকে আশা দেবে ও নিরাময়ে সহায়তা করবে?

২। সকল পরিবারে সমস্যা আছে, কিছু পরিবারে অনেক বেশি। সকল পরিবার পাপীদের নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ, আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ পরিবারে সমস্যা এনে থাকি। কিভাবে আমরা প্রত্যেকে প্রেম, ক্ষমা ও পারস্পরিক সহায়তার ব্যাপারে বাইবেলের নীতিমালা অনুসরণ করতে পারি যা আমাদের ভারী বোঝা ও সমস্যা বহনে উপকার দেবে? এগুলোর অনুশীলন কিভাবে আমাদের পরিবারকে ও বন্ধুত্বকে উপশম লাভে সহায়তা করবে?

৩। কত জনের এ-অভিজ্ঞতা হয়েছেঃ আমাদের জীবন ও আমাদের পরিবার ভালোই ছিল। পরে, হঠাৎ করে বিপর্যয় নেমে এলো। এমনটা যখন ঘটে তখন আমরা অবশ্যই কেন বাইবেলের প্রতিজ্ঞার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা রাখব? এমনকি, যখন আমাদের সু-সময় চলতে থাকে, তখনও অবশ্যই কেন আমাদের দুঃসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে?